আবির্ভাব

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

দুলালদের বাড়ির পেছনে একটা বড় বাঁশবাগান। তার পেছনে ক্রোশখানেক ডাঙা মাঠ।এই মাঠে বহুকাল থেকে চাষবাস হয় না। , নীলকুঠির আমল চলে যাওয়ার পর থেকে এই সব মাঠঅনাবাদী পড়ে আছে—এই মাঠের পর ভাবনহাটি নামে একটিক্ষুদ্র চাষা-গাঁ।

দুলাল কলকাতায় থাকে, ভবানীপুরে তাদের নিজেদের বাড়ি। কিন্তু আজ ক'মাস কী যেন একটা হয়েচে, বাড়ির সবাই এসে আছে দেশের বাড়িতে।

বেশ লাগছে সবারই। এমন সময় নামলো ভীষণ বর্ষা। দিনরাত একঘেয়ে বৃষ্টি হচ্ছে সমানে। মাঠেঘাটে থৈ-থৈ করচে বর্ষার জল। তোড়ে জলস্রোত নেমে চলেচেনাবাল জমি বেয়েমাঠের দিকে। পুবে হাওয়ায় শীত করচে সবারই, ছেঁড়া ভিজেকাপড় গায়ে দিয়ে চাষা মজুর ক্ষেতে ধান পুঁতচে।

অমনি দুলালের জ্যাঠাইমা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

—বাবা গো, না খেয়ে মনু কলকাতায়, না কয়লা, নাকিছু। সেও ছিল ভালো। এখানে আমার মাছ দুধে দরকার নেই, ঢের হয়েচে। এদিকেযাই জোঁক, উদিকে যাই মশা, সাপ, কাদা। একটু বেড়াবার জায়গা নেই, দুটো লোকের মুখ দেখবার জো নেই। সিনেমা দেখিনি আজ চার মাস। না একটা সিনেমা, নাকিছু। এমন পোড়ারমুখো দেশে মানুষ থাকে !

জ্যাঠতুতো বোন কমলা বলে—সত্যি মা, কত ভালোভালো ছবি যে হয়ে গেল কলকাতায় ! 'ওরে যাত্রী' 'বঞ্চিতা'সর্বহারা'—চমৎকার চমৎকার ছবি !

তার ছোট বোন নমিতা বললে—কেন, 'উমার প্রেম' ?

—উমার প্রেম তো আগেকার। আমি আনকোরা ছবির কথা বলচি।

তা যদি বলতে হয় দিদি, তবে মীরা সরকার আরআরতি দাস যে ছবিতে নামে, সে ছবির চেহারাই হল আলাদা

আর জহর গাঙ্গুলী ?

সে তো আছেই। আর একজনের কথা বলি। 'দুঃখীরইমান' ছবির মধ্যে—

দুলালের জ্যাঠাইমা বললেন—বাদ দে ওসব তক্কা । যাএখান থেকে।ওদিকে সুড়সুড় করা হয় এখানে আসবার জন্যে, আবার এদিকে ছবি হয়ে গেল, ছবি হয়ে গেল। হয়ে গেল তাকিহবে ?চল সব কলকাতায়—এখানে বর্ষাকালে মানুষ টেকে !

দুলাল কিন্তু বলে উঠলো—জ্যাঠিমা, তোমার ভালো লাগছে না কেন জানিনে, আমার কিন্তু যাবার ইচ্ছে নেই।

জ্যাঠাইমা অপ্রসন্নমুখে বললেন—কি জানি বাপু, তোমাদের সব ইংরেজি মেজাজ। আমরা সেকেলে লোক, আমাদের পক্ষে শহরই ভালো। তোমরা থাকো তোমাদের দেশ নিয়ে।

কমলা বললে—দুলালদা, আমাকেও রেখে এসো।

—সবসুদ্ধ চলো রবিবারে ঝেড়ে রেখে আসি।

নমিতা বললে—আমাকেও?বাবা শুনলে বকবেন। তাআমার মন খারাপ হবে না ?মনের ওপর জোর নেই।

দুলাল বললে—চলো রেখে আসবো, বলচি তো।

কিন্তু জ্যাঠতুতো ভাই বিমল ছিল তার মা-ভগ্নীদের চেয়েএকেবারে আলাদা। সে বিকেলে জলবৃষ্টির মুষলধারার বর্ষণের মধ্যে এসে বললে—চলো দুলালদা—

—কোথায় ?

—মাছ ধরতে।

—তুই যাবি নাকি ?

—আলবৎ যাবো। চলো বেরিয়ে পড়ি, ভাবনহাটির পদ্মবিলে মাছ উঠছে

—বিলে তো মাছ থাকেই

—বেনে জেলে এইমাত্র ছুটলো। হাতে রয়েছে—কি যেবলে ঐ—ঐ—

—পোচ্‌লা?

-হ্যাঁ হ্যাঁ, পোচ্‌লা পোলো। ওই কথাটা ওরাও বলছিলবটে—পোলো।

—ও দিয়ে মাছ ধরা তোমার-আমার সাধ্যি নেই।

দুলাল ও বিমল ছুটলো। ওরা কলকাতার ছেলে, মাছ ধরাদেখা একটা নতুন জিনিস ওদের কাছে।

তখনো ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি পড়ছে। ধারা শ্রাবণ। বৃষ্টির বিরামবিশ্রাম নেই।

বিমল বললে—রাস্তা চেনো দুলালদা ?

—ঠিক নিয়ে যাবো, চলো।

—বেশি জঙ্গলের দিকে নিয়ে যেয়ো না দুলালদা, সাপআছে।

কিন্তু জঙ্গলের দিকেই ওদের যেতে হল। তারপর ফাঁকাজমি ও ষাঁড়বেঁচির ঝোপ। অনের দূরে বিল দেখা যাচ্চে। ফাকামাঠে বর্ষার দরুন অনেক জল বেঁধেছিল। বড় বড় ঘাস মাঠের মধ্যে। জলে জলে জলাকার চারিদিক। বিমল খানিক দূর মাঠদিয়ে যেতেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—সাপ ! সাপ !

তারপর লাফিয়ে উঠলো মাটি থেকে হাত-দুই। সে কিবেজায় লাফ রে বাবা !

দুলাল বললে—কি কি ?কোথায় সাপ ?

—আবার সাপ—সর্বনাশ ! ও মা, ও বাবা, মেরেফেললে কিলবিল করচে সাপ !

—দেখি—এত সাপ কোত্থেকে আসবে—দেখি—

দুলাল পল্লীগ্রামে অনেকবার এসেচে, এত সাপের ভিড়ফাঁকা মাঠে, বিশ্বাস তো হয় না। মাথা নিচু করে জলের মধ্যেচেয়ে দেখেই দুলালের সারা গা যেন কেমন করে উঠলো, ওগুলো কি রে বাবা?অত সাপ ?ঘাসের মধ্যে দুলাল ভালোদেখতেই পাচ্ছিল না।

বিমল ততক্ষণ দৌড়ে গিয়ে আর এক জায়গায় দাঁড়িয়েছেমাঠের মধ্যে।

দু সেকেন্ড দাঁড়াবার পরে সেখান থেকেও লাফিয়ে উঠলো, চেঁচিয়ে উঠলো—সাপ ! সাপ ! তখনো চলে যাচ্ছে।এত সাপ কোথা থেকে আসবে ?

চেয়ে দেখলে ঘাসের মধ্যে ঘাড় নিচু করে। জলের মধ্যেভালো দেখা যায় না। ঘোলা জল অনেক জায়গায়। একস্থানেদূর্বাঘাসের বনের ওপর অগভীর চওড়া স্থানে জল বেধেছে।সেখানে পৌঁছে চেয়ে দেখে দুলাল অবাক হয়ে গেল।

চোখকে বিশ্বাস করা যায় না।

মুখ তুলে বললে—বিমল, বিমল,—শীগ্‌গিরদ্যাখ, এসে—

বিমল সাপের ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার বিশ্বাসহয়েছিল, তাকে একটা নয় অসংখ্য সাপে কামড়েচে। সে আরনেই। সে পঞ্চভূতে মিশে যাওয়ার প্রথম ধাপে।

দুলাল দাঁত-মুখ খিচিয়ে বললে—শীগগির আয় হতভাগা—

দুজনে ঘাড় নিচু করে ঘাসের মধ্যে দেখতে লাগলো জল সেখানে অগভীর, কিন্তু দশ বিশ গণ্ডা বড় বড় কই মাছ সারবন্দীভাবে সেই জল পার হয়ে চলেছে উত্তরমুখো। তার পাশে আর এক জায়গায় তেমনি দশ বিশ গণ্ডা।

দুলাল হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে, বিমল যেখানটিতে দাঁড়িয়েস র্পদষ্ট হয়েছিল, সেখানে পৌঁছে জলের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে বললে—উঃ রে, মাছের ঝাঁক. কত মাছ রে. দু পাঁচ শো।

বিমলও এসে দেখলে। দেখবে কি, পাগলের মতো হয়ে উঠলো দুজনে।

এ কি মাছের বিপর্যয় ভিড় ! এত লম্বা, এত ঘন মাছের ঝাঁক যে পৃথিবীতে থাকে, মেছো বাজারের বাইরে যে এত মাছ জীবন্ত অবস্থায় চলে বেড়ায়—এসব কথা কে জানতো ?

মাছ ! মাছ ! যেদিকে চাওয়া যায়, শুধু কই মাছ!কার মুখ ! দেখে আজ ওরা সকালে বিছানা ছেড়ে উঠেছিল।

দুলাল বললে—এত মাছ ধরবার কি করা যাবে তাইভাবোআমার জামাটা খুলে ফেলি। তাই দিয়ে ছেঁকে মাছধরো—

যে কথা সেই কাজ।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দুই অনভিজ্ঞ শহুরে বালক বুঝতে পারলে এ রকম উপায়ে মাছ ধরা চলবে না।এত মাছ রাখবার স্থান নেই, ছোট জামায় ছেঁকে এ বিরাট মৎস্যবাহিনীর কতটুকু ভগ্নাংশ কাপড়ে বাঁধবে ?

দুলালই প্রথমে সে কথা বুঝল।

বুঝে বললে—আয়, গাঁয়ের মধ্যে খবর দিই মাছেরঝাঁকের। গাঁয়ের কত গরিব লোক মাছ খেতে পাবে এখন। আমরা যা মাছ ধরেচি ওই তো নিয়ে যেতে পারব না। বরং এগুলো পৌঁছে দিয়ে বাড়ি থেকে আলাদা পাত্র নিয়ে আসি—

দু'জনে কুড়ি দুই মাছ কাপড়ে বেঁধে নিয়ে ছুটলো বাড়িরদিকে।

বিমল বললে–গরিব-দুঃখীদের বাড়ি বাড়ি খবর দাওদুলালদা–চার টাকা মাছের সের—প্রাণ পুরে মাছ খাক্—ওদের কিনে খাবার সাধ্য নেই।

ওরাও বড় ভাড় নিয়ে বাড়ির মজুর কৃষাণের সঙ্গে এসেপড়লো মাঠে। এতক্ষণে লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েচে সারামাঠটা। শুধু হাত দিয়ে চেপে ধরে কই মাছ ধরচে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। যত বা ধরে, তত বা আবার ওঠে। অফুরন্ত কইমাছ উঠচে বিলের জল থেকে।

বুড়ো হৃষিকেশ বুনো বললে-ষাট বছর বয়েস হল, এমন তাজ্জব কাণ্ড কখনো দেকিনি বাবু। উজোন জলে কই মাছ হাঁটে শুনতাম—আজ চক্ষি দেখলাম—

গাঁয়ের লোক—মুচি, ডোম, বাগদি, জেলে, ব্রাহ্মণ, কুমোর কেউ বাকি ছিল না। কেউ এক কলসি, কেউ এক ঝুড়ি, কেউ দু'কলসি, কেউ এক থলে, কেউ এক ছোট ভাঁড়—যে যাএনেচে তা ভর্তি করে মাছ নিয়ে গেল বাড়িতে।

কেউ রেখে আবার নতুন ভাঁড় বা কলসি হাতে ছুটে ফিরেএল।

দামোদর সা বললে—ধরচো মাছ, ভাই সব, আড়াই টাকা তেলের সের সে কথা মনে রেখো। না খাও তো নষ্ট কোরোনা—মাছ ছেড়ে দিয়ে যাও জলে—

কে একজন বললে—না খাই তো বিলিয়ে দেবো বন্ধু-কুটুম্ব আছে—এ কি ছেড়ে দিয়ে যেতে আছে ভায়া ?

বুদ্ধিমান মধু ঘোষ বললে—কই মাছ জ্যান্ত কতদিন থাকেজল দিয়ে জইয়ে রাখলে, জানো ?দুমাস। যত ইচ্ছে ধরো, তবে বাড়ি নিয়ে গিয়ে যত্ন করে রেখো, মরে না যায়।

দুলাল বললে—বল্ দিকি বিমল, একে মাছের 'কি' বলবি—এই আক্রা চড়া মাছের বাজারের দিনে ?

বিমল বললে—কি ? 'প্রাচুর্য' ?

—না।

—তবে প্রাদুর্ভাব' ?

-না, আবির্ভাব। দেবতার অবির্ভাবের মতই আন্‌একস্‌পেক্টেড কিনা।